দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...07 MAR 1991...
পৃষ্ঠা... ৪ ...কলাম... ৭...

শিক্ষা ও গণতন্ত্র

আজ ৭ই মার্চ থেকে 'শিক্ষা সপ্তাহ -৯১' উদযাপন শুরু হচ্ছে। প্রথমে জেলা পর্যায়ে, পরে বিভাগীয় পর্যায়ে উদযাপন করা হবে। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপিত হবে।

এবারের শিক্ষা সপ্তাহের মূল বক্তব্য "শিক্ষা ও গণতন্ত্র"। এই বিষয়ের উপর বক্তৃতা, সিম্পোজিয়াম এবং সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান হবে। বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় ও শিক্ষক নির্বাচন করা হবে।

এ বছর নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এক শুভসূচনা হয়েছে। এইবার শিক্ষা সপ্তাহের মূল বক্তব্য হিসেবে 'শিক্ষা ও গণতন্ত্র'কে বেছে নেয়ার জন্য আমরা শিক্ষা কর্মকর্তাদের অভিনন্দন জানাই। আমরা আশা করবো, শিক্ষা ও গণতন্ত্রের একটাকে বাদ দিয়ে যে আরেকটা হয় না সে ব্যাপারে মুক্ত মনে সকল পর্যায়ে আলোচনা করা হবে। জনসাধারণ ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে কিভাবে ঢেলে সাজানো যেতে পারে তার উপরও অবাধ আলোচনা হওয়া উচিত।

শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে ছাত্র-শিক্ষক-সংগঠকদের অনেক সময় ব্যয় করতে হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা স্থগিত থাকে। টাকা-পয়সা খরচ হয়। এতসব সার্থক হবে যদি শিক্ষার্থী ও জনসাধারণ বস্তাপচা বুলির বদলে নতুন কিছু শুনতে পায়। এবার প্রয়োজন সফল অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে শিক্ষার অপরিহার্যতাকে তুলে ধরা। কেবল স্কুল-কলেজের শিক্ষাই নয়, বিদ্যালয়ের বাইরেও গণশিক্ষার মাধ্যমে কিভাবে গণতান্ত্রিক অধিকার ও দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা যায়, তাও আলোচিত হওয়া উচিত। আমরা আশা করবো, এবারের মুক্ত পরিবেশে বিভিন্ন আলাপ-আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিতর্ক বিগত বছরগুলোর মত গতানুগতিক হবে না।

সকল গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য দায়িত্বশীল সচেতন নাগরিক গড়ে তোলা। মুক্তবুদ্ধির বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করা। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তার বীজ বপন করা। যারাই মগজ ধোলাই করার পরিকল্পনা করে শিক্ষা বিস্তারে এগিয়ে গেছে, তারাই জন্ম দিয়েছে একনায়কত্ব, স্বৈরতন্ত্র অথবা বিকৃত বিচারবুদ্ধি। বিজ্ঞান, কারিগরি অথবা জীবিকা অর্জন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক শিক্ষা নিশ্চয়ই প্রয়োজন, কিন্তু তার চেয়েও বেশী প্রয়োজন দেশের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার জন্য শিক্ষালাভ। তা না হলে কোনদিনই শিক্ষিত নাগরিকরা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না।

আমাদের দেশের শিক্ষাসূচী পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, আমাদের এই সুপ্রাচীন জনবসতির ইতিহাস সম্পর্কে ভাসা ভাসা জ্ঞান দেয়া হয়। নিকট অতীতের যে চিত্র পাঠ্যবইয়ে তুলে ধরা হয় তা অসম্পূর্ণ। তথ্যের অভাব। অনেক কিছুই উহ্য রাখা হয়। এ সবই দেশের ঐতিহ্য সম্পর্কে ভুল ধারণার সৃষ্টি করে। ইতিহাসবোধ না থাকলে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধও গড়ে উঠে না। শিক্ষাবিদরা ভেবে দেখবেন কি?

এই শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে 'শ্রেষ্ঠ' বিদ্যালয় ও শিক্ষক নির্বাচনের কর্মসূচী থাকে। অতীতে আমরা দেখতে পেয়েছি, নির্বাচিত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অধিকাংশই শিক্ষা-প্রশাসনের দায়িত্বে, অনেকেই ক্লাস রুমে যেয়ে পড়ানোর পাট চুকিয়ে দিয়েছেন। তারা যদিও শিক্ষাক্ষেত্রে বিশিষ্ট অবদান রাখছেন, তবুও প্রচলিত অর্থে তাদের অনেকেই আর শিক্ষক নন। এবারের নির্বাচনে ঐ ধরনের বিসদৃশ নির্বাচন এড়ানো হবে বলে আমরা আশা করবো। এই সব নির্বাচন ও পুরস্কার প্রদানের মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষকদের শিক্ষাদানের মান ও নিষ্ঠাকে পুরস্কৃত করা। তা না হলে সমগ্র প্রক্রিয়াটিই অর্থহীন হয়ে পড়ে।

ঘটনাবহুল বিগত মাসগুলোতে ছাত্র-জনতার ভিতরে এক নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়েছে। এখন যদি শিক্ষা এ গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি হয় তবে দেশে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রের ভিত্তিও দিন দিন সুদৃঢ় হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আমরা শিক্ষা সপ্তাহের সকল অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করি।